শৈলকুপায় ইউনিয়ন পরিষদে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগে বিএনপি নেতাসহ আটক ৬

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ১২নং নিত্যানন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদে তালা ঝুলিয়ে সেবা কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ইউনিয়ন বিএনপি সাধারণ সম্পাদক মহিদুল ইসলামসহ ৬ জনকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

বৃহস্পতিবার (৩১জুলাই) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় চাল বিতরণের জন্য কার্ড প্রদানের তালিকায় নিত্যানন্দপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নেতা মহিদুল ইসলাম তার পছন্দের কিছু লোকের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে বলেন। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সেই অনুযায়ী কার্ড না দেওয়ায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ২০-২৫ জন অনুসারীসহ পরিষদে হাজির হন।
এ সময় তিনি ইউনিয়ন সচিব হাফিজুর রহমানকে টেনে হিচড়ে পরিষদ থেকে তুলে নিয়ে যান। একই সঙ্গে পরিষদের ভেতরে থাকা সেবাপ্রত্যাশী ও কর্মচারীদের আটকে রেখে প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দেন। সচিবকে তুলে নিয়ে শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে গেলে সেনাবাহিনী ওই বিএনপি নেতাসহ ৬ জনকে আটক করে। উদ্ধার করা হয় সচিব হাফিজুর রহমানকে।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দুই ঘণ্টা পর তালা ভেঙে ভেতরে আটকে পড়াদের উদ্ধার করে।

শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান বলেন, পরিষদের তালা দেওয়ার ঘটনায় ৬ জন আটক হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে। এব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলা ইউনিয়ন পরিষদ সচিব এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শেখ হাবিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ছাব্দার আলীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ স্থানীয় সরকারের উপ পরিচালক রথিন্দ্রনাথ রায়ের সাথে স্বাক্ষাত করে এধরণের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের জোর দাবি জানান।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শুভ্রা দাস বলেন,

পরষদে তালা দিয়ে সচিবকে জোরপুর্বক তুলে নিয়ে তারা উপজেলায় আসে। আমি ঘটনা শোনার সাথে সাথে ব্যবস্থা নিয়েছি। সরকারি অফিসে তালা দেওয়ার অপরাধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের আটক করেছে।

মেহেরপুরে পৌর ও সদর উপজেলা বিএনপি’র মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

আসন্ন মেহেরপুর পৌর ও সদর উপজেলা বিএনপি’র সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেছে। গতকাল বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন প্রার্থীরা।

পৌর বিএনপি’র সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন কাজী মিজান মেনন ও আব্দুল লতিফ। সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য মনোনয়ন নিয়েছেন আনিসুর রহমান, অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, আজমল হোসেন মিন্টু, বক্তিয়ার হোসেন ও আব্দুর রহিম।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদের মনোনয়ন নিয়েছেন মীর জাহাঙ্গীর হোসেন ও আবু ইউসুফ মিরন।

সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি পদে মনোনয়ন নিয়েছেন বাকা বিল্লাহ, লিয়াকত আলী ও ফয়েজ মোহাম্মদ। সাধারণ সম্পাদক পদের মনোনয়ন নিয়েছেন সাইদুল ইসলাম ও ওমর ফারুক লিটন। সাংগঠনিক সম্পাদক পদের জন্য মনোনয়ন নিয়েছেন এ এম এম ফিরোজ, আব্দুল হামিদ খান ও সোহরাব উদ্দিন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন আজ বৃহস্পতিবার। আগামী ৯ আগস্ট উভয় ইউনিটের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

গাংনীতে বিএনপির সম্মেলন ঘিরে নেতাকর্মীদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কমিটি গঠণ নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ।

উপজেলা বিএনপির দুটি ইউনিটের কাউন্সিল উপলক্ষে ইতোমধ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের প্রার্থীদের বিগত দিনের রাজনৈতিক কর্মকান্ড, প্রজ্ঞা, কর্মী বান্ধব ও ক্লিন ইমেজের প্রার্থীদের বাছ্ইায়ের চিন্তা করছে। সেক্ষেত্রে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টিও মাথায় নিচ্ছেন বলে জানান কাউন্সিলররা। এক্ষেত্রে কেন্দ্রের নির্দেশনাও মেনে কমিটির নেতৃত্বে এগিয়ে আনার কথা জানান তারা। একটি সূত্র বলেছে, যেসব রাজনৈতিক নেতাকর্মী বিগত পতিত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম রাজপথে ছিল ও তাদের ক্লিন ইমেজ রয়েছে এমন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে।

তবে, ইতোমধ্যে গাংনী উপজেলা বিএনপির কমিটিতে জেলা বিএনপির সদস্য একাধিকবার রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দীন কালু ও জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের একাধিকবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল প্রাথমিকভাবে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তবে, সাংগাঠনিক ২ টি পদেও বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন, গাংনী উপজেলা কৃষকদলের সাবেক সভাপতি ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দাল হক, উপজেলা বিএনপি নেতা মুঞ্জুর হোসেন টফি, ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ও বিএনপি নেতা আব্দুল ওহাব বুলবুল।

এদিকে, গাংনী পৌর বিএনপির কমিটির সভাপতি পদের বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন, জেলা যুবদলের সাবেক আহবায়ক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী পৌর সভার সাবেক কমিশনার বিএনপি নেতা আতিয়ার রহমান, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, বহুল আলোচিত ও সমালোচিত ব্যবসায়ী জিয়াউর রহমান। এছাড়া পৌর বিএনপির সাধারণ

সম্পাদক পদে প্রার্থী হয়েছেন বিএনপি নেতা ও সাবেক কমিশনার আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ ও গাংনী পৌর যুবদলের সাবেক সভাপতি সাবেক কমিশনার সাইদুল ইসলাম।

এছাড়া, সাংগাঠনিক সম্পাদক পদের প্রার্থী হয়েছেন গাংনী পৌর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক কামিশনার এনামুল হক, বিএনপি নেতা ইমন হোসেন, সোহেল হোসেন সোহাগ ও এডাম সুমন।

এদিকে সাবেক মেয়র আহমেদ আলীর সাথে সখ্যতা ও তার নির্বাচনে সরাসরি মাঠে ময়দানে কাজ করার অভিযোগে গাংনী পৌর বিএনপির ৯ টি ইউনিটের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ইতোমধ্যে আলোচিত ব্যবসায়ী জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। এ কারণে, জিয়াউর রহমানকে ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপির কমিটি থেকে প্রাথমিক সদস্য পদ স্থগিত করেছে জেলা বিএনপি। এছাড়া পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক পদের প্রার্থী সোহেল হোসেন সোহাগ ও ইমন হোসেনের প্রার্থীতাও স্থগিত রেখেছে বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে।

দলীয় সূত্র জানিয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে অতীতে পতিত স্বৈরাচার সরকারের সাথে সখ্যতা ছিল। তাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রে অভিযোগ দিয়েছে। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের প্রার্থীতা স্থগিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য দীর্ঘ ১৫ বছর পর গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কাউন্সিল আগামি ৮ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

মেহেরপুরে জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিএনপির গণসংযোগ

“জনগণকে সঙ্গে রাখুন, জনগণের সঙ্গে থাকুন” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুর পৌরসভার ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে গণসংযোগ ও পথসভা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় এই গণসংযোগে শহরের রাজপথে ব্যাপক জনসংখ্যা লক্ষ্য করা যায়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে শহরের কাথুলী বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে প্রেসক্লাব চত্বরে এক সংক্ষিপ্ত পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, “ ১৬ বছর ধরে আপনারা শেখ হাসিনার দুঃশাসনের বিরুদ্ধে, লুটপাট এর বিরুদ্ধে, ক্রসফায়ারের বিরুদ্ধে, জীবনের মায়া ত্যাগ করে পুলিশের মামলাকে উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগ নামক সন্ত্রাসীদের আতঙ্ক-ভয়কে উপেক্ষা করে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। আমরা চেয়েছিলাম, গতবছর জুলাই-আগস্টের যে মহান গণঅভ্যুত্থান এবং বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে আবু সাঈদ, মুগ্ধ, ইয়ামিনসহ ছাত্রদল সংগ্রামী নেতা কর্মীসহ তারা আত্মহুতি দিয়েছে, রাজপথে রক্ত দিয়েছে, শেখ হাসিনার বেপরোয়া পুলিশ র্যাব, বিডিআরের গুলিতে ওই সংগ্রামী ছাত্র জনতা শ্রমিক কৃষক মৃত্যু বরণ করেছে, শহীদ হয়েছে আপনারা জানেন।। এই সমস্ত শহীদের রক্তের চেতনাকে ধরে রাখতে আমরা একটা নতুন ধারার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই নতুন ধারার বাংলাদেশ আবার কি করে করব? আজকে বিএনপির নামে একটি কমিটি হয়েছে সেই কমিটিতে আলালের ঘরের দুলাল কোথা থেকে টুকটাক টুকটাক করে আসছে। যেই আওয়ামী লীগ ১৬ বছর বিএনপি নেতাকর্মীর উপরে নির্যাতন চালিয়েছে মিথ্যা মামলা দিয়ে পুলিশ ডেকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে সেই সমস্ত কুলাঙ্গারদের আজকে ওরা পুনর্বাসন করছে।”
পথসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুজ্জামান বাবু, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তারিফ খান, ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম, সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মাহফুজুর রহমান অশেষ, ৪ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মফিজুল ইসলাম, আলিফ খান, মিজানুর রহমান মিজা, পৌর বিএনপির সাবেক সমাজসেবা সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মনা তারিক হোসেন কালু আরও অনেকে। মিছিল ও পথসভায় মেহেরপুর পৌর বিএনপির ২,৩ ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপির কাউন্সিল ৯ আগস্ট, তফসিল ঘোষণা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখা ও পৌর শাখার নির্বাহী কমিটি গঠনের লক্ষ্যে আগামী ৯ আগস্ট কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে।

এ উপলক্ষে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলামের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বিতরণ ও বিক্রয় ৩০ জুলাই, মনোনয়নপত্র জমা ৩১ জুলাই, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই ৩১ জুলাই, প্রাথমিক খসড়া প্রার্থীতালিকা প্রকাশ ৩১ জুলাই, আপত্তি গ্রহণ ও আপিল ১ আগস্ট, আপিল শুনানি ও নিষ্পত্তি ১ আগস্ট, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২ আগস্ট, চূড়ান্ত প্রার্থীতালিকা প্রকাশ ও প্রতীক বরাদ্দ ২ ও ৩ আগস্ট।

সম্মেলন ও ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে।
ভোটগ্রহণ শেষে সেদিনই ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

মুজিবনগর বিএনপি’র নির্বাচন বিষয়ক আলোচনা সভা

আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার রাত ৯ টায় মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে রামনগর মোড মোল্লা মার্কেটে অবস্হিত উপজেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে

জেলা বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক বর্তমান জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আব্দুর রশিদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেনপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি এবং ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মাসুদ অরুণ।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির, মুজিবনগর মুজিবনগর উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি আরমান আলী, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি আজিম উদ্দিন গাজী, মুজিবনগর উপজেলা কৃষক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি রমজান আলীসহ মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মীবৃন্দ।

মেহেরপুরে বিএনপি’র ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র ৩১ দফা দাবি সাধারণ মানুষের মাঝে তুলে ধরতে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করেছে জেলা বিএনপি।

গতকাল রবিবার বিকেলে এ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

আশরাফুর বাজারের ব্যবসায়ী, ক্রেতা, বিক্রেতা ও গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেন তিনি। এ সময় তিনি বলেন, আপনারা জানেন কিছু দিন আগে এক ফ্যাসিবাদ খায়রুল হক গ্রেফতার হয়েছে, সে এই দেশেই ছিলো কিন্তু বর্তমান সরকার ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর গাফেলতির জন্য তাকে গ্রেফতার করতে এতো সময় লাগলো।

আমরা চাই এই খাইরুল হকের মত যেসব বিচারক অবৈধ রায় দিত, শেখ হাসিনার লিখিত রায়কে বাস্তবায়ন করতো, তাদেরকে দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় নিয়ে এসে বিচার কার্য সম্পন্ন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, আগামী নির্বাচনে মেহেরপুরের ১ এবং ২ আসন বিএনপিকে উপহার দিব ইনশাআল্লাহ। এজন্য আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

গণসংযোগকালে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সদস্য আনছারুল হক, ওমর ফারুক লিটন, সদর যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী, স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ফিরোজুল ইসলাম ফিরোজ, ইলিয়াস হোসেন, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন, শ্যামপুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলামসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

বিএনপি নেতারা জানান, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে এ ধরনের গণসংযোগ চালিয়ে জনগণকে ৩১ দফা সম্পর্কে সচেতন করা হবে। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র গণসংযোগ

বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান গতকাল শুক্রবার বিকেল ৫টায় মেহেরপুর পশুহাট এলাকায় গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেছেন।

এ সময় তিনি সাধারণ মানুষের সাথে কুশল বিনিময় করেন এবং বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত লিফলেট হাতে তুলে দেন। গণসংযোগকালে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি ও ৩১ দফার গুরুত্ব তুলে ধরেন অ্যাড. কামরুল হাসান।

এ সময় জেলা বিএনপি’র সদস্য ইলিয়াস হোসেন, হাফিজুর রহমান হাফী,

ওমর ফারুক লিটন, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ. বাকাবিল্লা, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মোল্লা মিন্টুসহ বিএনপি ও অঙ্গ-সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ফ্যাসিবাদ বিরোধী চেতনা বাস্তবায়ন করতে হলে অবিলম্বে জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে

বর্তমান সরকার দেশের একরকম প্রেক্ষাপটে ক্ষমতায় এসেছে। আমরা সকলে মিলে তাদের বসিয়েছি। কিন্তু এখন আর কালক্ষেপণের সুযোগ নেই। দেশে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চলছে, বিভিন্ন সমস্যায় দেশ জর্জরিত। তাই ফ্যাসিবাদ বিরোধী চেতনা বাস্তবায়নের জন্য অবিলম্বে জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে।

বুধবার (২৩ জুলাই) মুজিবনগরে উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির খুলনা বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু।

ড. ইউনুসকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, দেশে-বিদেশে আপনার সুনাম রয়েছে। আমরা কখনোই চাই না আপনি ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করে দেশের জনগণের রোষানলের মুখোমুখি হোন। আমরা চাই, যে কারণে জনগণ আপনাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে, সেই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করে সসম্মানে বিদায় নিন। তাহলে আপনার নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

তিনি আরও বলেন, জনগণের প্রতিনিধিরা ক্ষমতায় না থাকলে দেশে আইনশৃঙ্খলা ঠিক থাকে না, বিদেশি কোনো সুযোগ-সুবিধাও আসে না। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার না হলে তাদের জনগণের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না।

তিনি আরও বলেন, এক ফ্যাসিবাদের বিদায় হয়েছে, এখন কেউ কেউ হঠাৎ

করে রাজনৈতিক দল গঠন করে তাদের আচার-আচরণে ও কথাবার্তায় যেন আবারও ফ্যাসিবাদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।
আপনারা দল গঠন করেছেন, সেটা ভালো কথা কিন্তু যদি আপনাদের প্রতি জনগণের সমর্থন থাকে, তাহলে নির্বাচনের মাঠে আসুন। যে হাসিনাকে বিতাড়িত করা হয়েছে, সেই হাসিনার মতো আচরণ করলে আপনাদের পরিণতিও হাসিনার মতোই হবে।

আমরা সকলে মিলে যে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছি, যে সব মানুষ শহীদ হয়েছেন, তাদের রক্তকে শপথ করে আমরা একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণের প্রতিজ্ঞা করেছি। সকল বিভেদ ভুলে আমাদের সেই লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে যেতে হবে।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।
জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে সম্মেলনের আলোচনায় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য রোমানা আহম্মেদ।

মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলামের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আব্দুল আউয়াল, খাইরুল বাশার, হাফিজুর রহমান হাফি, আব্দুল্লাহ, মীর ফারুক, রেজাউল হক, মকবুল হোসেন মেঘলা, ওমর ফারুক লিটন, আলফাজ উদ্দিন কালু, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা।

সম্মেলনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত ও দলীয় সংগীত পরিবেশন এবং পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়। বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে সম্মেলনটি উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন শেষে কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যমে আংশিক কমিটি গঠন করা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় আমিরুল ইসলামকে সভাপতি, মশিউর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক এবং হারুন অর রশিদ ও আব্দুর রাজ্জাককে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির নতুন সভাপতি আমিরুল, সম্পাদক মশিউর

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন শেষে কোন প্রতিদ্বন্দী না থাকায় আমিরুল ইসলামকে সভাপতি, মশিউর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক, হারুন অর রশিদ ও আব্দুর রাজ্জাককে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে আংশিক কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়।

বুধবার (২৩ জুলাই) সকাল ১১টায় মুজিবনগর উপজেলার রামনগর ফুটবল মাঠে এ সম্মেলন শুরু হয়ে চলে দুপুর পর্যন্ত। সম্মেলন শেষে সেখানে কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যমে কমিটি নিবার্চন করা হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির খুলনা বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু। সম্মেলন উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে সম্মেলনের আলোচনায় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য রোমানা আহম্মেদ।

সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আব্দুল আউয়াল, খাইরুল বাশার, হাফিজুর রহমান হাফি, আব্দুল্লাহ, মীর ফারুক, রেজাউল হক, মকবুল হোসেন মেঘলা, ওমর ফারুক লিটন, আলফাজ উদ্দীন কালু, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা।

সম্মেলনে নেতারা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং দলকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। পরে কাউন্সিলরদের সম্মতিতে কোন প্রতিদ্বন্দী না থাকায় উপজেলা বিএনপির নতুন আংশিক কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণার

মধ্যে দিয়ে সম্মেলন শেষ হয়।